সংবাদ সম্মেলন

মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে বাংলাদেশের উল্লেখজনক অগ্রগতি নেই

জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতির আওতায় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেরিত প্রতিবেদন

আয়োজনে: হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ

১৫ নভেম্বর ২০১২, ভিআইপি লাউঞ্জ, রিপোর্টার্স ইউনিটি

প্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ:

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্প্রতি ২০০৯-২০১২ এই সময়কালীন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি (ইউপিআর)[১] এর আওতায় হিউম্যান রাইটস ফোরাম-বাংলাদেশ[২] যে প্রতিবেদনটি জমা দিয়েছে, সে প্রতিবেদনে আমাদের যে উদ্বেগ এবং সুপারিশসমূহ অন্তভূক্ত হয়েছে তা আপনাদের কাছে তুলে ধরা ।

এখানে উল্লেখ্য এই প্রতিবেদনটি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন, নাগরিক সমাজ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে ।

ইউপিআর প্রতিবেদন ২০১৩ বিষয়সমূহ:

এই প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারগুলোর (যেমন– খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার অধিকার এবং নারীর অধিকার প্রভৃতি) ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ও ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোর উপর যেমন আলোকপাত করা হয়েছে, ঠিক তেমনভাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিশেষ করে জীবন ও স্বাধীনতা (গুম, বিচারবর্হিভূত হত্যা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি, বিরোধী রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতাদের উপর হামলা), সমাবেশ, সংগঠন ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা (বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর অধিকার (শ্রমিক, আদিবাসী, সংখ্যালঘু) সংক্রান্ত বিষয় গভীর উদ্বেগের সাথে আলোচনা করা হয়েছে । **অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার: ইতিবাচক অগ্রগতি ও উদ্বেগসমূহ**

স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং নারী অধিকার রক্ষায় সরকারের অগ্রগতি লক্ষণীয় তবে এসব ক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান ।

ইতিবাচক অগ্রগতি:

- স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে মা ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে । কমিউনিটি হেল্‌থ সেন্টারসমূহ পুনরায় চালু করা আরেকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ ।
- সরকার সকল নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ পাশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৈহিক শাস্তি ও প্রাইভেট কোচিং নিষিদ্ধ করার নীতিমালা গ্রহণ করেছে । বর্তমান শিক্ষানীতি বৈষম্যের পরিসর কমিয়েছে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা শেখার অধিকার প্রদান করেছে ।
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও নিরাপত্তা অর্জনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া একটি গুরত্বপূর্ণ অগ্রগতি ।
- চার দশক পূর্বে সংখ্যালঘুদের বেদখল হওয়া ভূমি পুনঃদাবীর ক্ষেত্রে অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যাবর্তন) আইন, ২০১১ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ।

উদ্বেগসমূহ:

- সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা এখনো অনেকাংশে জনগণের নাগালের বাহিরে । অপব্যবহার, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । কর্মীর অনুপাতে এখনো রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি ।
- জলবায়ু পরিবর্তন, ভেজাল খাদ্য মনিটরিং ও প্রাসঙ্গিক আইন প্রয়োগের অভাব, জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬-এর বাস্তবায়নে ধীরগতি, অনিয়ন্ত্রিত চিংড়ী চাষের ফলে সৃষ্ট লবণাক্ততা, তামাক চাষ ও গৃহায়ণ প্রকল্পসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য সেনাবাহিনী, স্থানীয় ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী ও কর্পোরেটসহ ক্ষমতাশীলদের দ্বারা গরীব ও সংখ্যালঘুদের ক্ষতিগ্রস্থ করে ব্যাপক ভূমি দখলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারের ব্যর্থতা একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে । ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় এখনো জটিলতা রয়ে গেছে ।

১এই পদ্ধতির মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল প্রতি সাড়ে চার বছর অন্তর জাতিসংঘের প্রতিটা সদস্য রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে । এই পুনর্বীক্ষণের ক্ষেত্রে তিনটি প্রতিবেদনকে বিবেচনায় নেয়া হয়– সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন, জাতিসংঘে-এর সহযোগী সংস্থা প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন এবং বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ।

২ ২০০৮ সালে ইউপিআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরা এবং সে পরিস্থিতি উন্নয়নে সম্ভাব্য ব্যবস্থার সুপারিশ প্রদান করা লক্ষ্যে হিউম্যান রাইটস ফোরাম অন ইউপিআর গড়ে উঠে, পরবর্তীতে ফোরামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'হিউম্যান রাইটস ফোরাম-বাংলাদেশ' । ফোরামের সদস্যরা হলো- আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-ফোরাম সচিবালয়, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন,বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ,বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বয়েজ অব বাংলাদেশ,ফেয়ার, কর্মজীবী নারী,কাপেং ফাউন্ডেশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল এলায়েন্স অব ডিজাবল পিপলস্ অর্গানাইজেশন, নাগরিক উদ্যোগ, নারীপক্ষ, নিজেরা করি, স্টেপস্ টুওয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

- রাজধানীতে ২৩ থেকে ৩০ লক্ষ বস্তিবাসীর জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থানের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। উচ্ছেদের পূর্বে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও জোরপূর্বক উচ্ছেদ অব্যাহত রয়েছে। ২০১২ সালের এপ্রিলে করাইল বস্তি থেকে একদিনেরও কম সময়ের নোটিশে প্রায় ২ হাজার লোককে উচ্ছেদ করা হয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে অমীমাংসিত ভূমি বিরোধসহ ভূমিদখল এখনো বিরাট উদ্বেগের বিষয়।

নারীর অধিকার:

ইতিবাচক অগ্রগতি:

- নারীর অধিকারের নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ রয়েছে যেমন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ গ্রহণ এবং বিভিন্ন সেক্টরে জেন্ডার ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি।
- হাইকোর্ট এক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক দিকনির্দেশনা দিয়েছে– 'ফতোয়া'র নামে বিচারবহির্ভূত শাস্তিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা (২০১০), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে জোরপূর্বক পর্দা নিষিদ্ধ ঘোষণা (২০১০), পাবলিক সেক্টরে যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান (২০১০) এবং বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের জন্য জন্ম নিবন্ধনের সার্টিফিকেট যাচাই করে দেখা উল্লেখযোগ্য।

উদ্বেগ:

- এখনও পারিবারিক নির্যাতন, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, ফতোয়া, যৌন হয়রানি প্রভৃতি নারীর অধিকার খর্ব করছে নানাভাবে

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার:

উদ্বেগসমূহ:

- প্রথম ইউপিআর অধিবেশনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কল্যাণের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। তথাপি সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা হলেও ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে সকল সংখ্যালঘু তথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে।
- এছাড়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উপাসনালয়ে আক্রমণ ও ভাংচুরের ঘটনা উদ্বেগজনক। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক রামুর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা:

উদ্বেগসমূহ:

১. ২০০৯ সালে বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে আলাদা করা হলেও এই পৃথকীকরণ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।
২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পূণর্গঠিত হলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নীতিমালা এখনও প্রণীত হয়নি, পাশাপাশি কমিশনে বর্তমানে জনবলের এবং একটি লিগ্যাল প্যানেলের অভাব রয়েছে।
৩. দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য কোন আচরণ বিধিমালা নেই, কমিশনের আর্থিক অধীনতা, কাজে রাজনৈতিক প্রভাব কমিশনের স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার: উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ক্ষেত্রসমূহ

উদ্বেগসমূহ:

- নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার অনেকটা পিছিয়ে আছে। বিশেষত গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। ২০০৯ সালের অধিবেশনে অঙ্গীকার করা হয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনকে সরকার বরদাশত করবে না। কিন্তু জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো থেকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৫৬ জন গুম হয়েছে যার মধ্যে ২৮ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, যদিও সরকারী হিসাবে এই সংখ্যা অনেক কম। এই সময়ে ক্রসফায়ারের নামে ৪৬২ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। র‍্যাবের গুলিতে পা হারিয়েছে ঝালকাঠির তরুন লিমন হোসেন।
- পুলিশের উপস্থিতিতে গণপিটুনী কিংবা পুলিশের ইন্ধনে গণপিটুনীর ঘটনা ঘটার অভিযোগ রয়েছে। নোয়াখালীর শামসুদ্দীন মিলন কিংবা আমিনবাজারের ছয় ছাত্রের গণপিটুনীতে মৃত্যুতে পুলিশের ইন্ধন ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে জনগণের আইন ও বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা কমে যাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে এই ঘটনাগুলো আশংকাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

- প্রতিবেশি ভারতের বারংবার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির পরও সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা বন্ধ হয়নি এবং এ ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টাও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো থেকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী গুলিতে ২৭০ জন বাংলাদেশী নাগরিক হত্যার অভিযোগ রয়েছে।
- যথাযথভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান, রাস্তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের অভাবে সড়ক দূর্ঘটনার ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।
- ২০১২ সালের মে মাসে, ৩০ হাজার ৬৩০ ধারণক্ষমতার বিপরীতে কারাগারে কারাবন্ধী ছিল প্রায় ৭২ হাজার[৩]। ঠাসাঠাসি অবস্থান, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং চিকিৎসাসেবার অভাবে কারাবন্ধীদের মাঝে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটছে। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দ্বারা কারাবন্ধীদের শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা অহরহ ঘটছে।
- বাংলাদেশে কোন সাক্ষী সুরক্ষা আইন নেই, যদিও ২০১১ সালে প্রদান সাক্ষীর সুরক্ষা প্রদান করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যবিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে। এই ট্রাইব্যুনালের কয়েকজন সাক্ষী হুমকির শিকার হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া: ইতিবাচক অগ্রগতি

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করা অত্যন্ত প্রশংসনীয় যা দীর্ঘদিনের বিচারহীনতার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়।

সংগঠন ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা: উদ্বেগসমূহ

- বিরোধীদলের সভা সমাবেশে বাধা দেয়া হয়েছে, গণগ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি তেল, গ্যাস ও বন্দর রক্ষাকমিটির র‍্যালীতে এবং পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে।
- বিশ্ব আদিবাসী দিবসে এল.জি.আর.ডি থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার সূত্র ধরে আদিবাসীদের সভা ও র‍্যালী করার ক্ষেত্রে সরকারী নিষেধাজ্ঞার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
- অনেক বেসরকারী সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। এনজিও ব্যুরো থেকে এনজিও আইনের যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে অনেকের আশংকা তা আমাদের দেশের বেসরকারী সংগঠনগুলোর স্বাধীনতা খর্ব করবে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নের অংশগ্রহণ সীমিত করেছে। ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি এবং শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০১০-এ 'ট্রেড ইউনিয়ন' শব্দের পরিবর্তে 'শ্রমিক কল্যাণ সমিতি' ব্যবহার করা হয়েছে।
- ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদেরকে অবৈধভাবে আটক করার জন্য ব্যবহার করা হয়। শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে পোশাক শিল্প শ্রমিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মীদের অবৈধভাবে গ্রেফতার করা হয়।
- বর্তমানে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ভোগ করলেও নিরব নিষেধাজ্ঞা বা প্রভাব রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। সাংবাদিক নির্যাতন, সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ, টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দেয়া, টিভি টকশোর ব্যাপারে সরকারের আপত্তি, বিরোধী দলের সমাবেশের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া এবং ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে ।

এছাড়া এই প্রতিবেদনে শিশুর অধিকার, দলিত জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, লিঙ্গ ও যৌনতাভিত্তিক সংখ্যালঘু ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং মানবাধিকারের রক্ষাকর্মীদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা তুলে ধরা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থায় সরকারের অবস্থান:

ইতিবাচক অগ্রগতি:

- এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত সংবিধি (২০১০) এবং অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (২০১১) সরকারের অনুমোদন করা।

উদ্বেগসমূহ:

- শরণার্থী ও আদিবাসী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ বিষয়ে বলা হয়েছিল, সনদগুলোর নীতি ও উদ্দেশ্যগুলো বাংলাদেশ সমুন্নত রেখেছে এবং এগুলো স্বাক্ষর করার বিষয় নিয়মিতভাবে বিবেচনায় রাখছে। তবে শরণার্থীদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ সং-১৬৯, বাংলাদেশ এখনো অনুমোদন করেনি। সম্প্রতি মায়ানমারে দাঙ্গার ফলে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে বাংলাদেশের অস্বীকৃতি শরণার্থীদের অধিকার খর্ব করে এবং মানবতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

[৩] সংবাদ, ২৩ মে ২০১২। যুগান্তর, ১০ জুন ২০১২

- আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকা, আদিবাসীদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে সরকারের বারংবার অস্বীকৃতি, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ধীরগতি, আদিবাসী নারী ও শিশুদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা, বাঙালী সেটলারদের দ্বারা আদিবাসীদের জমি দখল, আদিবাসীদের হত্যা ও নির্যাতন এবং ২০১০ সালের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে কেবল ২৭টি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে (যেখানে আদিবাসী নেতারা দাবী করছে জাতীয়ভাবে এর সংখ্যা ৫০টি) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করা হয়েছে যা সরকারের অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য নয় ।
- এছাড়া বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ, নির্যাতনের বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদের অতিরিক্ত প্রটোকলে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ সং-১৬৯ বাংলাদেশ এখনো অনুমোদন করেনি ।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদের উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার সংক্রান্ত সুপারিশগুলো গ্রহণ করলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি । নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যরোধ সংক্রান্ত সনদের অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬ (১) এর উপর থেকে সংরক্ষণ এখনও বিদ্যমান ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে আমাদের সুপারিশঃ

- কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবাকে নিবিড় ও সম্প্রসারণ করা এবং এসকল সেবা ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা । স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম ও নীতি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করা ।
- মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য জিডিপির কমপক্ষে ৩% বরাদ্দ করে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বলয় নীতিমালা গ্রহণ করা; স্বচ্ছতা, সাম্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষে বিতরণ ব্যবস্থা ও এর সমন্বয় জোরদার করা ।
- বস্তিবাসী ও নিম্নআয়ের মানুষের ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে খসড়া আরবান সেক্টর পলিসি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করা । বস্তিবাসীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সকল উচ্ছেদ কার্যক্রম বন্ধ করা ।
- অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা এবং এ সম্পর্কে বিচারক ও ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সচেতন করা ।
- বাসস্থান, ভূমি ও সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা সংশোধন করা ।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আমাদের সুপারিশঃ

- রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অভিযোগের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক তদন্ত, রাষ্ট্রপক্ষের মামলা পরিচালনা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা । বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধ করতে সরকার ঘোষিত 'জিরো-টলারেন্স' নীতি নিশ্চিত করা । পাশাপাশি রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বা অবহেলার জন্য ফৌজদারি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা । বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করাসহ অন্যান্য আইনের সংস্কার করা ।
- সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা বন্ধ করতে জোরালো কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা ।
- বিনাবিচারে আটক ও কারাবন্দীদের উপর নির্যাতন ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা । কারাব্যবস্থার সংস্কারসহ নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নয়ন করা ।
- জরুরিভিত্তিতে সড়ক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, গাড়ীর লাইসেন্স সংক্রান্ত বেআইনি বিষয়গুলো বিচারের আওতায় এবং গণপরিবহনের ফিটনেস নিয়ন্ত্রণে আনা ।

সংগঠন ও সমাবেশের অধিকারঃ

- শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া ।
- এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা ছাড়া এনজিওদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন কোন আইন না করা ।
- সরকারি গণমাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা । স্বাধীন এবং হয়রানি মুক্ত পরিবেশে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা ।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

- জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা এবং তাদের কাজের স্বাধীনতা ও পর্যাপ্ত সম্পদের নিশ্চয়তা প্রদান করা ।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের জেষ্ঠ্যতা বিষয়ক নীতি (অনুচ্ছেদ ৯৬, ৯৭) মান্য করা । সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা । বিচার ব্যবস্থায় সকল প্রকার নিয়োগে বৈষম্য ও দলীয় প্রভাব দূর করা । নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনকে সহায়তা করার জন্য একটি স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা ।

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিধিমালা গ্রহণ করা, পর্যাপ্ত মানবসম্পদ প্রদান এবং নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক অপরাধের তদন্ত করার অনুমতি প্রদান করা। একনিষ্ঠ কর্মী ও গোপনীয়তার সাথে বিশেষ ধরনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার কৌশলসহ মানবাধিকার রক্ষা কর্মীদের সুরক্ষার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে সুপারিশ:

- চাহিদাভিত্তিক ও অধিকারভিত্তিক প্রয়াস প্রতিফলনের লক্ষে শিশু আইন ১৯৭৪ সংশোধন করা; শিশুদের জন্য ন্যায়পাল নিয়োগ করা; শিশুশ্রম নিরসন করা এবং শিশুদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও তা নিশ্চিত করা;
- খসড়া গৃহশ্রমিক কল্যাণ নীতিমালা পাশ করা; শ্রম আইনে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অন্তর্ভূক্ত করা ও তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা করা ও তাদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;
- আদিবাসী অধিবাসীদের পরিচয় এবং মূলধারায় আত্মীকরণ বিষয়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান, অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কারা। আদিবাসী অধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা এবং নির্যাতনকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করা. সময় নির্দিষ্ট করে পার্বত্য আঞ্চলিক কমিশনের রুলস অব বিজনেস তৈরি করা;
- পার্বত্য জেলা কাউন্সিলের কাছে সম্পদ (সাবজেক্ট) হস্তান্তর করা, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভুমি/ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও বন বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা;
- সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভুমি কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং প্রাসঙ্গিক সংশোধন সাপেক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভুমি কমিশনকে সক্রিয় করা;
- যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং প্রাসঙ্গিক নীতিমালা/পরিকল্পনায় তাদের বিষয় অন্তর্ভূক্তিকরণ; পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনকর্মকে অপরাধমূলক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য না করতে দণ্ডবিধি এর ৩৭৭ ধারাকে বিলোপকরণ;
- অস্পৃশ্যতা এবং এতদসংক্রান্ত বৈষম্যমূলক আচরণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এবং বর্ণবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক ঘোষণার সাধারণ সুপারিশ ২৯ (২০০২) কে প্রয়োগ। কাজ ও মর্যাদার ভিত্তিতে বৈষম্য দুরীকরণে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চাকরি এবং আবাসন খাতে দলিতদের জন্য কোটা সুবিধা প্রদান;
- ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন অনুস্বাক্ষর এবং উদ্বাস্তুদের বিষয়টি মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা; মানবিক সাহায্য সংস্থা যারা দূর্গত এলাকার শরণার্থীদের জীবন রক্ষাকারী সেবা প্রদান করে তাদের কাজ করতে দেয়া।

আমরা আরো উল্লেখ করতে চাই যে কেবল প্রতিবেদন পাঠিয়েই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে না, বরং এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অংশ। এ প্রতিবেদনটি নিয়ে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে মতবিনিময় করবো। পরবর্তীতে আমরা জেনেভাতে মূল রিভিউ অধিবেশনে অংশগ্রহন করবো। সেখানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যে সুপারিশসমূহ করা হবে এবং সরকার যে সুপারিশসমূহ গ্রহণ করবে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তীতে সরকারের সাথে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ক্রমাগত যোগাযোগ চালিয়ে যাবো। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো এই প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো।

আমরা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছি এবং ছাপা হওয়ার পর আপনাদের কাছে পাঠানো হবে।

ধন্যবাদ,
হিউম্যান রাইটস ফোরাম-বাংলাদেশের পক্ষে,
নভেম্বর ১৫, ২০১২